The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

আব্বাসীয় আমলে ইতিহাস চর্চায় মুসলমানদের অবদান

[Muslim's Contribution to the Practice of History During the Abbasid Period]

Gulshan Akter
PhD Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 26 July 2024
Received in revised: 27 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
Abbasid Period, History, Muslim Practice, Contribution.

ABSTRACT

Abbasid regime was a new era of civilization and culture in the history of Islam. This era is called Golden age by historians. During this period, Muslims made important contributions in various branches of education, culture and science. The Abbasid caliphs worked tirelessly, sacrificed and patronized for the development of knowledge. As a result, their court was a meeting place for scholars, poets, writers and thinkers. During the Abbasid period, Muslim historians made an undeniable contribution to the practice of Sirah and Maghazi as well as Biographical history, Nation history, Regional history and World history and Islamic history. Which later expands the field of history practice. Under the generous patronage of the Abbasid caliphs, the development of knowledge and science of Muslims during this period is a unique. Muslims have made significant contributions to History. So,this article highlighted that Muslim's Contribution to the practice of history during the Abbasid period.]

ভূমিকা

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যে ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত ইতিহাসেরও রয়েছে নিজস্ব পরিচিতি। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মানুষ যেমন তার আত্মপরিচয় জানতে পারে তেমনি মানুষের অতীত কার্যাবলি ও মানবজীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে ভবিষ্যত বিনির্মাণের নির্দেশনা পায়। ইতিহাস হচ্ছে মানবসমাজ, সভ্যতার বিবর্তন এবং ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত। আদিম বর্বরতা ও যাযাবর অবস্থা হতে মানুষ কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় এবং সভ্যতার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ক্রমাগত চূড়ান্ত উন্নতির পথে ধাবিত হয়েছে তার দলীলই হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস শুধুমাত্র রাজা-বাদশাহগণের জয় পরাজয় বা বিভিন্ন শাসক বংশের উত্থান পতনের কাহিনী নয় বরং ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহে মানবসমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে এবং সমাজ বিবর্তনের ধারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মাধ্যমে ফুটে ওঠে। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চা শুরু করে। খোলাফায়ে রাশেদীনের ও দামিশকের উমাইয়্যা খিলাফাতের সময়ে ইতিহাস লেখা শুরু হলেও এর পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে আব্বাসীয় শাসনামলে। আব্বাসীয় আমলে কিছুসংখ্যক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মুসলমানদের ইতিহাসচর্চায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় ইতিহাসেও তাদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আব্বাসীয় আমলে ১৫ জন ঐতিহাসিক ইতিহাস চর্চায় যে অবদান রেখেছেন তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করার প্রচষ্টা চালানো হয়েছে।

১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক[১] (জন্ম ৮৫ হি./৭০৪ খ্রি.-মৃত ১৫১ হি./৭৬৭ খ্রি.)

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মিসরে শিক্ষার্জনের পর ১১৫ হি./৭৩৩ খ্রি. জন্মস্থান মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাবুল মাগাযী' রচনা করেন।[২] মদীনাবাসীর নিকট এ কিতাবটি 'মুসনাদ' হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এ কিতাবটি রচনার কারণে তিনি মালিক ইব্ন আনাসের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে তিনি ১৩২ হি./৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইরাকে হিজরত করতে বাধ্য হন। অতঃপর এটির একটি কপি মদীনায় খলীফা আল-মানসূরের নিকট উপস্থাপন করেন। তিনি খলীফা আল-মাহদীরও সময়কাল পেয়েছেন। অবশেষে বাগদাদে গমন করেন এবং ১৫০/১৫১ হি./৭৬৭-৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩]

অধিকাংশ আলিমের মতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হাদীস শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী এবং বিশেষভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত তথ্যের পথিকৃৎ। ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী (র) বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামরিক জীবনের তথ্য সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের শরণাপন্ন হতে হবে।' ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামরিক অভিযানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে চায়, তাকে অবশ্যই

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের ওপর নির্ভর করতে হবে। শু'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) বলেন, 'ইব্‌ন ইসহাক হাদীস শাস্ত্রে মুসলমানগণের নেতা।' ইমাম মারবানী (র) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামরিক জীবন সংক্রান্ত তথ্যাবলী যিনি সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক।[৪] ইব্‌ন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত।

ক. 'কিতাবুল-মুবতাদা' অথবা 'কিতাবুল আবদা ওয়া কাসাসুল আম্বিয়া'। এখানে তিনি সর্বপ্রথম আমাদের নবীর বংশনামা আরম্ভ করে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত তা বর্ণনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পূর্ববর্তী জীবনী সংকলন করেন। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র নুফায়লী (মৃত ২৩৪ হি.) তাঁর বরাতে এ গ্রন্থটি সংকলন করেন।

খ. 'কিতাবু সীরাতির রাসূলিল্লাহ্ (সা)'।

গ. 'কিতাবুল মাগাযী' অথবা 'কিতাবুল মাব'আস ওয়া মাগাযী'। এটি তাঁর রচিত্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিকে ভিত্তি করেই মাওয়ার্দী তাঁর 'আহ্‌কামুস্-সুলতানিয়্যাহ্' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন।[৫]

ইব্‌ন ইসহাক রচিত সীরাত গ্রন্থটির মূল কপিটি কোথায় আছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিক কেরাবেসিক (Karabacek) মনে করেন যে, এটি ইস্তাম্বুলের কোবরিলী স্কুলের লাইব্রেরীতে 'আরশেদুক রেইনার প্রণীত মাজমু'আতুল বুরদী' নামক যে গ্রন্থটি সংরক্ষিত রয়েছে, তার ভেতরে ইব্‌ন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থের মূল কপির একটি অংশ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সেটি মূলতঃ 'সীরাতু ইব্‌ন হিশাম' এর একটি কপি। আর 'কিতাবুল মাগাযী' বিভিন্ন গ্রন্থের ভেতরে আজও সংরক্ষিত রয়েছে, যেমন মাওয়ার্দী প্রণীত 'আহ্‌কামুস্-সুলতানিয়্যাহ্' ও তাবারী রচিত 'আত্-তারীখ' গ্রন্থে।[৬]

২. মুহাম্মদ ইব্‌ন উমার আল-ওয়াকিদী[৭] (জন্ম ১৩০ হি./৭৪৭ খ্রি. মৃত ২০৭ হি./৮২৩ খ্রি.)

আল-ওয়াকিদী প্রাথমিক মুসলিম ইতিহাসবিদ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনীকার। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাগাযী ও ইসলামের ইতিহাস পঠন-পাঠন ও সংরক্ষণের ক্রমবিকাশের ধারায় অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর মাধ্যমে মাগাযীচর্চা পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রাথমিক ইসলামিক অভিযান এবং বিজয়ের উপর তার রচনাবলি পরবর্তী আব্বাসীয় যুগের সুন্নী ও শিয়া সাহিত্যের অনেকটাই পূর্ণতা প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাথীদের যুদ্ধের বিষয়ে তার রচনাবলীকে অধিকাংশ প্রাথমিক ইসলামিক পণ্ডিতরা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। প্রাথমিক ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হলেও পরবর্তী লেখকরা তার রচনার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাগাযী, সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রথম: 'কিতাবুল মাগাযী'। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম থেকে শুরু করে সার্বিক জীবনের কার্যাবলীসহ তাঁর অভিযানসমূহের ইতিহাস রচনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পূর্ব জীবনের ইতিহাস এবং হিজরতের পর সংঘটিত সারিয়াহ্‌সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন সে সব গাযওয়ার বর্ণনা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। যুদ্ধ, অভিযান ও প্রশাসনিক বিষয়ে নিযুক্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধিদের নামের তালিকসহ তাঁদের ইতিহাস 'কিতাবুল মাগাযী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দক্ষতা ও দূরদর্শিতার উপর বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮] তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুদ্ধক্ষেত্রসমূহের ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করেছেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিস্তারিত আলোচনা প্রদান করেছেন। বদর, উহুদ, খন্দকসহ বিভিন্ন যুদ্ধের আলোচনায় কুরআনের আয়াত দ্বারা উদাহরণ পেশ করেছেন। ইব্‌ন ইসহাকের সাথে মতানৈক্যের কারণে তার রচনা থেকে কোনো উদ্ধৃতি গ্রহণ করেননি। গ্রন্থটি ১৩৬৭ হিজরী/১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মিসর থেকে ১ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয়: 'কিতাবুত্ তাবাকাত'। এ গ্রন্থে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায় থেকে সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, কবি, সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ ও ইতিহাসবিদদের জীবনী আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত পদ্ধতি ও খবর ভিত্তিক ইতিহাসচর্চার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। আরব ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞান অনুশীলন ও পঠন-পাঠনের জন্য আল-ওয়াকিদীর এ গ্রন্থটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[৯]

তৃতীয়. কিতাবুত্ তারীখুল কাবীর। এটি রচনা করে ইসলামের ইতিহাস রচনা ও গঠন-পাঠনে একটি সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর থেকে তাঁর সমসাময়িককাল আব্বাসীয় খলীফা হারুন অর-রশীদের খিলাফতকালের ৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে রিদ্দার যুদ্ধ, উসমান (রা)-এর হত্যার ঘটনা, সিফ্‌ফিন ও উষ্ট্রের যুদ্ধ এবং সিরিয়া, ইরাক বিজয়সহ খলীফা চতুষ্টয়ের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় যুগের অভ্যন্তরিন দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ দমন, বিভিন্ন অভিযান, বিজয়, প্রশাসনিক কার্যাবলীসহ খলীফাদের ইতিহাস গ্রন্থটিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।[১০]

৩. ইব্ন হিশাম[১১] (মৃত ২১৩ হি./৮২৮/৮৩৩ খ্রি.)

ইব্ন হিশাম যে গ্রন্থটি রচনা করেন তার নাম 'আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যাহ্'। তবে গ্রন্থটি সারা বিশ্বে 'সীরাতু ইব্ন হিশাম' নামে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[১২] এ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের (মৃত ১৫১ হি.) সীরাত গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে 'আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যাহ্' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ এবং তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। হাজী খলীফাহ্ (মৃত ১০৬৭ হি.) ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান আল-কুনূজী (মৃত ১৩০৭ হি./১৮৮৯ খ্রি,) বলেন,

فإنه جمعها ودونها أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري المتوفى سنة ثمان عشرة ومائتين فأحسن وأجاد وله كتاب في شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب

"এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরও গ্রন্থ রচনা করেন আবূ মুহাম্মদ আব্দিল মালিক ইব্ন হিশাম আল-হিময়ারী (মৃত ২১৮ হি.) তিনি এ গ্রন্থটিতে সীরাত বিষয়ক আলোচনা সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আরও গ্রন্থ রয়েছে যেখানে তিনি দুষ্প্রাপ্য সীরাত বিষয়ক কবিতা উল্লেখ করেছেন।"[১৩]

ইব্ন হিশাম (র) রচিত 'আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যাহ্' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির সংখ্যা অনেক। এগুলোর বেশির ভাগ পাওয়া যায় ইউরোপের লাইব্রেরীগুলোতে। তৈমুরী লাইব্রেরীতে একটি অসম্পূর্ণ কপি রয়েছে। এ গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে অসংখ্যবার ছাপানো হয়েছে। ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি. বৈরূতের দারুল ফিক্‌র থেকে সা'ঈদ মুহাম্মদ আল-লাহাম-এর তাহ্কীক সম্বলিত চার খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থটি শুধু বিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে এমনি নয়। গ্রন্থটির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত ও মুদ্রিত হয়েছে।

৪. মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ[১৪] (জন্মঃ ১৬৮ হি./৭৮৪ খ্রি.-মৃত্যুঃ ২৩০ হি./৮৪৫ খ্রি.)

ইব্ন সাদ (র) '*আত্-তাবাকাতুল কুবরা*' গ্রন্থ রচনা করেন। এটি '*তাবাকাতু ইব্ন সা'দ*' নামেও প্রসিদ্ধ। ইব্ন সা'দ রচিত গ্রন্থটিতে পরবর্তী লেখকরা আরো সংযুক্তি উদ্ধৃতি করেছে। তাকে আনাসীয় পরিবারের আল-হুসায়ন ইব্ন আব্দুল্লাহর অভিভাবক হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে প্রণেতার সময়কাল পর্যন্ত যাঁরা হাদীস রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের জীবন আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। ইব্ন সা'দ এ গ্রন্থে ছয়শত জন নারীসহ চার হাজার দুশত পঞ্চাশ জনের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি গ্রন্থটি প্রণয়নে তাঁর পুর্ববর্তী হাদীসবেত্তাদের গ্রন্থাবলী থেকে বিশেষত আল-ওয়াকিদী এবং ইবনুল কালবীর গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। গ্রন্থটির প্রথমার্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে সূচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে শিবলী নু'মানী বলেন,

"ইব্ন সা'দ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন-চরিত সম্পর্কে কিতাবুল মাগাযী রচনা করেন, যা তাঁর বিখ্যাত জীবনী '*আত্-তাবাকাতুল কুবরা*'-এর প্রথমে সংযোজিত হয়েছে।"[১৫]

গ্রন্থটির অবশিষ্ট অংশে সাহাবীগণ ও তাবি'ঈগণের জীবনাতিহাস আলোচিত হয়েছে। যেহেতু সাহাবীগণ (রা)-এর প্রসঙ্গক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন কথা এসে যায়, সেহেতু এ অংশেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন চরিতের যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান রয়েছে।[১৬] সাহাবীগণের জীবনীগুলোকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে স্তরানুযায়ী সময়ানুক্রমে, আবার কখনো কখনো বংশানুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন- বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও মুহাজির সাহাবী, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও আনসার সাহাবী। সাহাবীগণের জীবনী অন্যান্যদের জীবনী অপেক্ষা দীর্ঘতর আলোচনা সম্বলিত।[১৭] মুহাম্মদ আবূ যাহ্ু বলেন,

"আত্-তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থটি তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এতে তিনি হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত নবীগণের জীবনী আলোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ের যুদ্ধের ইতিহাস, সাহাবী, তাবি'ঈগণের জীবনাতিহাস এবং তাঁর সময় পর্যন্ত অন্যান্য মনীষীগণের জীবন চরিত আলোচনা করেছেন।"[১৮]

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত্যুঃ ৭৪৮ হি.) বলেন,

كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي (الطَّبَقَاتِ)، خَضَعَ لِعِلْمِهِ

"তিনি ছিলেন ইলমের পাত্র বিশেষ। যে ব্যক্তি তাঁর '*আত্-তাবাকাতুল কুবরা*' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবে সে তাঁর জ্ঞানের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।"[১৯]

ইব্ন সা'দ বিষয়বস্তু সুগঠন এবং অধ্যায় সুবিন্যস্তকরণে 'আল-ওয়াকিদী' অপেক্ষা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সামগ্রিক ঘটনার বিবরণে তিনি অধিকতর নির্ভযোগ্য সূত্রের অবতারণা করেছেন। গ্রন্থটির বিশুদ্ধকরণে মুসতাশরিক

(জোসেফ) লির্বাটি, সিতরাসতীন ও কার্ল ব্রোক্যালম্যান অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সীরাতুন্ নাবাবী, মাগাযী, বদরী, মুহাজির, আনসার, মদীনাবাসী, কূফাবাসী, মহিলা সাহাবী সকলের উল্লেখ করেছেন। আগ্রায় তাবাকাতের একটি অংশ পাথরের ওপর মুদ্রিত হয়।[২০] গ্রন্থটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে বহুবার মুদ্রণ করেছে। ১৯০০ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গ্রন্থটি ৯টি খণ্ডে ২৪টি ভাগে বিভক্ত করে প্রকাশিত হয়। বৈরূতের দারুস্ সাদর থেকে ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ৯ খণ্ড ও ২টি সূচিসহ মোট ১১ খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। বৈরূতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১ম সংস্করণ ১৪০১ হি./১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ১১ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

৫. আল-ইয়া'কূবী[২১] (মৃত ২৭৮ হি.)

ইতিহাস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হলেন আহমাদ আল-ইয়া'কূবী। তাঁর যশ ও খ্যাতি সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি মিসরের অধিবাসী ও আব্বাসীয় রাজবংশের সন্তান। এছাড়াও বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, পর্যটক ও ভূগোলবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার বহুসংখ্যক দেশ তিনি ভ্রমণ করেন। ২৬০ হিজরীতে তিনি আর্মেনিয়া ও খোরাসানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্থানসমূহ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেন। খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী বলেন,

> من أهل بغداد. كان جده من موالي المنصور العباسي. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينية. ودخل الهند. وزار الأقطار العربية. وصنف كتبا جيدة منها (تاريخ اليعقوبي) انتهى به إلى خلافة المعتمد على الله العباسي.
>
> "তিনি বাগদাদের অধিবাসী। তাঁর দাদা আল-মনসূর আল-আব্বাসীর মাওলা ছিলেন। তিনি মরক্কোতে গমন করেন এবং আর্মেনিয়ায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি হিন্দে গমন করেন। এ আরবীয় বৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'তারীখু ইয়াকূবী' অন্যতম। যা (রচনা) সমাপ্ত হয়েছিল আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ আব্বাসীয় খিলাফতকালে।"[২২]

তাঁর বিখ্যাত রচনা 'কিতাবুল বুলদান' গ্রন্থটি প্রাকৃতিক ও মানবীয় ভৌগোলিক তথ্যে সমৃদ্ধ। এটি ৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে চীন, আরব বিশ্ব, বাগদাদ, দক্ষিণ আরব, সিরিয়া, মিসর, পশ্চিমা দেশসমূহ ফিলিস্তিন, ইউক্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহের বিবরণ, রোম, পারস্য, বসরা, কূফা, সামারান, ইরান, আফগানিস্তান ইত্যাদি সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিবরণ, বিশেষত সমুদ্রের অভিনব বিবরণসমূহ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে।[২৩] লুইস মা'লূফ বলেন,

> اليعقوبي: جغرافي و مورخ بغدادي كثير الأسفار. اشتهر بكتابه ((البلدان)) دون فيه ملاحظاته عن البلاد التي زارها، وله كتاب ((التاريخ))
>
> "আল-ইয়াকূবীঃ ভূগোলবিদ এবং ঐতিহাসিক যিনি বাগদাদসহ অসংখ্য দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'আল-বুলদান' এর জন্য বিখ্যাত। তাতে তিনি যেসব দেশ ভ্রমণ করেছেন সেসব সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এবং তাঁর গ্রন্থ 'আত্-তারীখ' লিখেছেন।"[২৪]
>
> আল-ইয়া'কূবী (র) তারীখু ইয়া'কূবী (تَارِيْخُ الْيَعْقُوْبِيْ) শিরোনামে দুখণ্ডে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রথম খণ্ডে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আব্বাসীয় খলীফা আহমাদ আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ্ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ৭ পৃষ্ঠা থেকে ১২১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনাতিহাস লিখিত হয়েছে। গ্রন্থটি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। বৈরূতের দারুস্ সাদর থেকে তারিখ বিহীন দুখণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৬. ইব্ন কুতায়বা[২৫] (২১৩-১৫ রজব ২৭৬ হি./৮২৮-১৩ নভেম্বর ৮৮৯ খ্রি.)

ইব্ন কুতায়বা বহুবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ইব্ন কুতায়বা কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, ভাষাবিদ, হাদীসবিদ, আইনবিদ, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের সময়ে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আরবী সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। কুরআনের গভীরতম মর্ম, সূক্ষ্ম কবিতা ও ফিক্হশাস্ত্রেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর বহু সংখ্যক রচনাবলী এবং সংকলন রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে, বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৬২টি গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম নববী (র) তাঁর তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত গ্রন্থে বলেন, وله مصنفات كثيرة جدًا، رأيت فهرستها ونسيت عددها، أظنها تزيد على ستين مصنفًا فى أنواع العلوم "আমি তার কিতাবের শিরোনামগুলো পড়েছি। তবে সবগুলো আমার মনে নেই। কিন্তু আমার ধারনা তা ষাটের অধিক হবে।"[২৬]

ইতিহাস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইব্ন কুতায়বাহ (র) রচিত 'কিতাবুল মা'আরিফ' গ্রন্থটি ইতিহাস বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ও সুলিখিত। গ্রন্থটিতে সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে তাঁর সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি জিন ও আদম (আ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস, প্রাচীন বংশ, আদম (আ) থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল, প্রাচীন শাসকবর্গ এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির

ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালাত, জীবন-চরিত, মাগাযী এবং খুলাফাউর রাশিদূন সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত ব্যক্তিগণের তাবাকাত, বহু সংখ্যক সাহাবীর জীবনী, উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় খিলাফাতের ইতিহাসের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের পরিচয়সহ প্রাক-ইসলামী দক্ষিণ আরবীয় বংশসমূহ ও পারস্য সম্রাটদের আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র ইসলামের অভ্যুদয় ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইতিহাস পঠন-পাঠনে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি।[২৭] হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী তাঁর 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে লেখেন,

ورأيت في مرآة الزمان أن الدارقطني قال: كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه، (منحرف عن العترة)، وكلامه يدل عليه.

> "যুগের আয়নায় দেখেছি যে ইমাম দারাকুতনী বলেন, "ইব্‌ন কুতায়বা মুশাব্বিহার দিকে ঝুকতেন। তার কথাতেই সেটি বুঝা যায়।"[২৮]

জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী এবং দাউদী তা নাকচ করে দিয়ে বলেন, "মুশাব্বিহার বিরুদ্ধে তিনি তাবীলু মুখতালাফিল হাদীস' গ্রন্থটি রচনা করেছেন।" খতীব আল-বগদাদী (র) বলেন, وكان ثقة دينا فاضلا "তিনি দীনদার, বিশ্বস্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন।"[২৯]

আখবার ও কুলজীবেত্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেলেও 'আল-মা'আরিফ' গ্রন্থে ইতিহাস রচনার বিভিন্ন ধারা সংমিশ্রত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ফকীহ্ ও আইন শাস্ত্রবিদগণের মতামত গ্রহণ করেছেন। তিনি ইতিহাসের উৎসসমূহের নিরীক্ষণের পর ঐতিহাসিক উপকরণগুলো যাচাই-বাছাই করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ইব্‌ন কুতায়বা তাঁর ইতিহাসকে নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য মুহাদ্দিসগণ অনুসৃত ধারা পূর্ণ অনুসরণ করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক ইব্‌ন ইসহাক, আল-ওয়াকিদী ও ইবনুল কালবী রচিত গ্রন্থ থেকে মূল উৎসসমূহ গ্রহণ করেছেন।[৩০]

সন-তারিখ ভিত্তিক ইতিহাসচর্চা ছিল হিজরী তৃতীয় শতাব্দি পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস চর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইব্‌ন কুতায়বা উমর (রা) কর্তৃক প্রবর্তিত সন-তারিখের ক্রমানুসারে ইতিহাসের ঘটনাবলীর বিন্যাস করেছেন।[৩১] তিনি বিশ্বইতিহাসের আংগিকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তাই বলা যায় ইতিহাস চর্চার ধারণা উপস্থাপনে ইব্‌ন কুতায়বার অবদান অনস্বীকার্য।

৭. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-বালাযুরী[৩২] (... -২৭৯ হি./৮২০-৮৯২ খ্রি.)

আল-বালাযুরী (র) ছিলেন একজন মুসলিম ইতিহাসবিদ। যিনি আরব মুসলিম সাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাসের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তিনি নবম শতকের একজন বিখ্যাত মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় বাগদাদে কাটান এবং সেখানে ও সিরিয়ায় পড়াশোনা করেন। ইতিহাস সংগ্রহের জন্য সিরিয়া ও ইরাক ভ্রমণ করেন। তিনি কিছু সময়ের জন্য আব্বাসীয় খলীফাদের (বাগদাদে) দরবারে একজন প্রিয় অতিথি ছিলেন। তার প্রধান কাজ, দীর্ঘ ইতিহাসের ঘনীভূতকরণ, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সময় থেকে মুসলিম আরবদের যুদ্ধ এবং বিজয়ের কথা বলে। এটি আরব থেকে পশ্চিম মিসর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, ইরাক, ইরান এবং সিন্ধু পর্যন্ত ভূখণ্ডের বিজয়ের বর্ণনা পরিপূর্ণ করে। আল-বালাযুরী মৌখিক ইতিহাস এবং পূর্ববর্তী কয়েকটি জীবনী এবং প্রচারাভিযানের বিবরণের তুলে ধরেন। তার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ পরবর্তী লেখকদের অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। আনসাবুল আশরাফ বংশক্রম জীবনীমূলক রচনা। যা আরব অভিজাতদের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সা) এবং তার সমসাময়িকদের থেকে উমাইয়্যা এবং আব্বাসীয় খলীফা পর্যন্ত বিস্তৃত। এতে শাসকদের রাজত্বের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

ইতিহাসে তাঁর অবদান

মুসলমানদের ইতিহাস চর্চার অনুকূল পরিবেশে আল-বালাযুরী আবির্ভাব ঘটে। তিনি লিখিত, মৌখিক ও বিশ্বস্ত উৎস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে এবং পূর্ববর্তী সকল ধারার সমন্বয় করে সুবিন্যস্তভাবে মুসলিম জাতির ইতিহাস রচনায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তিনি মধ্যপ্রাচের ইতিহাসের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে- **১.** ফুতূহুল বুলদান, **২.** আনসাবুল আশরাফ, ৩. কিতাবুল বুলদন আস্-সাগীর, ৪ কিতাবুল বুলদান আল-কাবীর, ৫. কিতাবুল আহাদ আরদাশির।

ক. ফুতূহুল বুলদানঃ অর্থাৎ 'দেশ জয়ের গ্রন্থ' যার ইংরেজি নাম (Book of the Conquests of the Lands)। গ্রন্থটির প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা থেকে মদীনা হিজরতের ইতিহাস এবং তাঁর সময়ের বিজয় অভিযানসমূহের ঘটনাবলী থেকে শুরু করে আব্বাসীয় খলীফা মুতাজ-এর রাজত্বকাল (৮৬৬-৮৬৯ খ্রি.) পর্যন্ত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মুসলমান কর্তৃক প্রত্যেক শহর বিজয়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তিনি শহর সমূহের বিজয় ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়ে তার বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ কালের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছেন। বিজিত শহরের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বিজয় পূর্ব ও বিজয় উত্তরকালের উক্ত শহরের সাংস্কৃতিক বর্ণনাসহ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[৩৩]

ফতূহুল বুলদান গ্রন্থে মক্কা বিজয়, সিরিয়া, বসরা, মিসর, দিমাশক, মাগরিব, জাযীরাহ্, আরমিনিয়া, ইরাক, মসাদাইন, আন্দালুস, রায়, হামাদান, আযারবাইযান, মওসূল, জুরজান, নিহাওয়ান্দ, তাবারিস্তান, ফারস ও কিরমান, সিজিস্তান, খুরাসান ও সিন্ধু বিজয় এবং বিভিন্ন যুদ্ধের ইতিহাস সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন।[৩৪] তিনি ইরাক ও অন্যান্য পুরাতন শহরের বর্ণনাও দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো ঐতিহাসিক আল-বালাযুরীকে অতিক্রম করতে পারেননি। কারণ এসব শহরসমূহ পরিভ্রমণ করে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুসলমানগণ রোম ও পারস্য পদানত করে কীভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে আল-বালাযুরী মুসলিম উম্মাহ্র মহাত্ম উপস্থাপন করেছেন।

খ. আনসাবুল আশরাফ: এটি ইতিহাস বিষয়ক একটি বিশাল গ্রন্থ। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে এটি সমাপ্ত করতে পারেননি। গ্রন্থটিতে আলোচনা বংশানুক্রমে সজ্জিত করা হয়েছে। এতে প্রথমে আইয়্যামুল আরব, বিভিন্ন বংশ, গোত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সীরাত, তাঁর পরিবার-পরিজনের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর খুলাফাউর রাশিদূন, উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় বংশের প্রথম দুজন খলীফা আবুল আব্বাস আস্-সাফ্ফাহ্ ও আবূ জা'ফর আল-মানসূরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করেছেন। পর্যায়ক্রমে বনু হাশিম, আব্দুশ্ শামস, কুরাইশ ও মাযহাবের আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে কায়স, সাক্বী গোত্র, হাজ্জাজ-এর জীবন চরিত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটি ইব্ন সা'দ (র)-এর 'তাবাকাতুল কুবরা' গ্রন্থের অনুরূপ। গ্রন্থটিতে খারিজীদের সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।[৩৫]

৮. মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী[৩৬] (২২৪-৩১০ হি./৮৩৮-৯২৩ খ্রি.)

হিজরী তৃতীয় শতাব্দির প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, কুরআনের মুফাস্সির ও দার্শনিক ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (র)। তিনি ছিলেন একাধারে তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ইতিহাস ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবাধ বিচরণকারী এক কিংবদন্তি ব্যক্তি। জ্ঞানের গভীরতা ও বলিষ্ঠ লেখনী শক্তির মাধ্যমে আজও তিনি ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় ও অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক।

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (র) ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। সাথে সাথে তিনি এ সব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। যা আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস, হালাল-হারাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। খতীব আল-বাগদাদী (র) বলেন,

كَانَ أَحَدُ أَئِمَّةِ العُلَمَاء، يُحكم بِقَوله، وَيُرجع إِلَى رأَيهِ لِمَعْرِفَتِهِ وَفَضْله، وَكَانَ قَدْ جَمَعَ مِنَ الْعُلُوم مَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِيْهِ أَحَد مِنْ أَهْلِ عَصْره، وكَانَ حَافِظاً لكتَاب الله، عَارِفاً بِالقِرَاءات، بَصِيْراً بِالمعَانِي، فَقِيْهاً فِي أَحْكَام القُرْآن، عَالِماً بِالسُّنَنِ وَطُرُقِهَا، صَحيحِهَا وَسَقيمِهَا، وَنَاسِخِهَا وَمَنْسوخِهَا، عَارِفاً بِأَقْوَال الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْنَ، ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، عَارِفاً بِأَيَّام النَّاس وَأَخْبَارهم، وَلَهُ الكِتَابُ المِشْهُوْرُ فِي عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في «تاريخ الأمم والملوك».

"ইব্ন জারীর ছিলেন একজন প্রথিতযশা ইমাম। যিনি নিজস্ব মতামতের আলোকে ফয়সালা করতেন। তিনি তাঁর সমকালীন যুগে বহুমুখী জ্ঞানের সমাহার ঘটিয়েছেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের হাফিয, কিরাআত বিশেষজ্ঞ এবং আল-কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম উদঘাটনকারী। এছাড়া তিনি ছিলেন সুন্নাহ্র সহীহ-য'ঈফ, নাসিখ-মানসূখ, হালাল-হারাম ও ইতিহাস বিদ্যায় সুদক্ষ একজন পণ্ডিত। ইতিহাস ও তাফসীর বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি আজও মুসলমানাদের কাছে চির অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো 'তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক'।"[৩৭]

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন,

كَانَ ثِقَةً، صَادِقاً، حَافِظاً، رَأْساً فِي التَّفْسِيْر، إِمَاماً فِي الفِقْه، وَالإِجْمَاع وَالاخْتِلاَف، عَلاَّمَةٌ فِي التَّارِيْخ وَأَيَّام النَّاس، عَارِفاً بِالقِرَاءات وَبَاللُّغَة، وَغَيْر ذَلِكَ.

"তিনি ছিলেন ইসলামের নির্ভরযোগ্য বড় বড় আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হাফিয, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাফসীর শাস্ত্রের শিরমণী, ফিক্হ, ইজমা ও ইখতিলাফ বিষয়ে বিজ্ঞ ইমাম। এছাড়া তিনি ইতিহাস, মানুষের ঘটনাপ্রবাহ, কিরাআত ও ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী ইমাম ছিলেন।"[৩৮]

ইতিহাসে তাঁর অবদান

আত্-তাবারী ইতিহাস চর্চায় বহু সংখ্যক অবদান রেখে গিয়েছেন। তিনি দুটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। যখন তিনি ইতিহাস গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন একদা তাবারী (র) সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, আদম (আ) থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাস লেখলে তোমরা কি খুশি হবে না? জানতে চাওয়া হলো, পরিধি কতটুকু হবে? এবারও তিনি ২০/৩০

হাজার পৃষ্ঠার কথা বলেন। সাথীরা বললেন, এটা পড়তে পড়তে তো জীবন শেষ হয়ে যাবে। এটা শুনে তাবারী (র) বললেন, ইন্নালিল্লাহ! **ماتت الهمم** "হিম্মতের অপমৃত্যু ঘটেছে।" এরপর তিনি তিন হাজার পৃষ্ঠায় ইতিহাস গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন।[৩৯] ইমাম তাবারী (র) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়েছেন এবং জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার সংকলন করে রেখে গেছেন। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর রচিত গ্রন্থ দুটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করে। গ্রন্থ দুটি নিম্নরূপ-

ক. তারীখুর রুসূল ওয়াল-মুলূক : গ্রন্থটি ইতিহাস বিষয়ক একটি উত্তম গ্রন্থ। এতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সীরাত বিষয়ক বিশাল আলোচনা রয়েছে। যাতে কুরআন ও হাদীস দ্বারা বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাস সম্পর্কে দুটি মূল চিন্তাধারা তাতে বিশ্লেষিত হয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর নির্দেশনা মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন।[৪০] এটি রিসালাত হিসেবে আখ্যায়িত হয়। রিসালাতের মূল বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। এর মূল লক্ষ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একই রিসালাতের ফল্গুধারা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনোরূপ পরিবর্তীত না হয়ে যুগে যুগে একইভাবে প্রতিভাত হয়েছে। ইতিহাস এই ঘটনাবলী তার বিস্তৃত রাজ্যে ধরে রেখেছে। মানুষের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে হতে পারে না। তাবারী (র)-এর গ্রন্থে বিবৃত রাসূলগণের শাশ্বত জীবনধারা ও সমাজের সাথে তাঁদের সম্পৃক্ততা পর্যবেক্ষণ করলে তার ইতিহাস দর্শনের ক্ষেত্রে এই সত্যের প্রতিধ্বনি হয়। কাল ও স্থানের প্রেক্ষিত বিচার করে সমাজের সাথে মানব গোষ্ঠির সম্পৃক্ততা নির্ণয় করা এবং সেভাবে উম্মাহ্ বা জাতির কার্যক্রম উপস্থাপন করা তার ইতিহাস দর্শনের একটি অধ্যায়। 'তারীখুর রুসুল ওয়াল-মুলূক' গ্রন্থে বিবৃত খুলাফাউর রাশিদূনের সময় থেকে আব্বাসীয় আমলের ৩০২ হিজরী/৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র যে ইতিহাস আলোচিত হয়েছে তাতে তাবারীর ইতিহাস ও জীবনবোধ সম্পর্কে উক্ত ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কর্মনির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতির ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি তুলে ধরে সেগুলো সংশোধ করা উম্মাহ্‌র দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইতিহাস বিশ্ব স্রষ্টার ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে গণ্য হলেও মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব জনগোষ্ঠীকেই বহন করতে হবে। কৃতকর্মের জন্য তাকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[৪১] উক্ত গ্রন্থে এসব বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী মুসলিম জাতির গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ইসলামী ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তিনি তার বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর ইতিহাস রচনায় সমালোচনা স্থান পায়নি।[৪২]

খ. তারীখুল উমাম ওয়াল মলূক : গ্রন্থটিতে ক্রমানুসারে প্রত্যেক সালের ঘটনাবলী ও প্রসিদ্ধ মনীষীগণের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আম্বিয়া কিরাম তথা আদম-হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি থেকে শুরু করে পরবর্তী নবী-রাসূলগণের জীবনীসহ ইসলামের প্রাথমিক যুগ, উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় যুগ (পৌনে দুশত বছর) ৩০২ হিজরী পর্যন্ত সকল ইতিহাস এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ গ্রন্থটি আট খণ্ডে ১৩৫৭-১৩৫৮ হিজরী সালে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া বৈরূত ও মিসর থেকে একাধিকবার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

৯. ইব্‌ন নাদীম[৪৩] (৩২০-৩৮৫ হি./৯৩২-৯৯৫ খ্রি.)

ইব্‌ন নাদীম বাগদাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম গ্রন্থপঞ্জিকার এবং জীবনীকার। তাঁর রচিত কিতাব 'আল-ফিহরিস্ত' দশম শতাব্দীর ইসলামের জ্ঞান ও সাহিত্যের একটি সংকলন। গ্রন্থটি রচনা করে ইব্‌ন নাদীম প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনি নিজেই মন্তব্য করে বলেন, "আরব-অনারব সকল জাতির জন্য আরবী ভাষায় এবং লিপিতে জ্ঞানের সকল শাখার উপর লেখা গ্রন্থের সূচিপত্র এটি।" গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় আরবী ও ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস, বিভিন্ন প্রাচীন হেলেনিক এবং রোমান সভ্যতার দ্বারা অবহিত, লেখকের নাম, গ্রন্থের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়। আল-ফিহরিস্ত বাগদাদের বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের উত্তেজনাপূর্ণ পরিশীলিত পরিবেশের মধ্যে আন-নাদীমের জ্ঞানের তৃষ্ণার প্রমাণ। পশ্চিম বিশ্বে মুসলিম সংস্কৃতির মাধ্যমে সভ্যতার একটি রেকর্ড হিসেবে এটি অনন্য ধ্রুপদী উপাদান। ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল লিখেন,

> "কিতাব আল-ফিহ্‌রিস্ত আরব ও অনারব লেখকদের লিখিত (আরবী ভাষায়লিখিত) পুস্তকসমূহের তালিকা। সেই গ্রন্থটিতে ১. মুসলমান, ইহুদী, খ্রিস্টান প্রভৃতি জাতিদের ধর্মগ্রন্থগুলির আলোচনা, ২. ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ব, ৩. ইতিহাস, জীবন চরিত, বংশলতিফা (Genealogy), ইত্যাদি, ৪. কাব্য, ৫. কালাম, ৬. আইন (ফিক্‌হ) ও হাদীস-এর আলোচনা আছে। ৭. দর্শন ও প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান, ৮, কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি ইত্যাদি, ৯. অমুসলিম জাতিদের চিন্তাধারা- যেমন সেরিয়ান, ম্যানিকয়ান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও চীনাদের চিন্তাধারা, ১০. আলকেমি (রসায়ন) ইত্যাদির আলোচনা আছে। এহা ছাড়াও প্লেটো ও এ্যারিসটটলের জীবনী, আরব্যোপান্যাসের উৎপত্তি ও পিরামিডের আলোচনাও আছে।"[৪৪]

১০. আল-মাস‘ঊদী[৪৫] (৮৯৬ বা ৯০০ খ্রি.-৩৪৫ হি./৯৫৬ খ্রি.)

মধ্যযুগের অন্যতম ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ ছিলেন আল-মাস‘ঊদী। তিনি ইরাকের বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে অনেকে ‘আরবের হেরোডোটাস’ অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক বলে অভিহিত করেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মধ্যযুগীয় আরব পণ্ডিত, যিনি ইতিহাস ও ভূগোলকে একাসাথে অধ্যয়ন করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইতিহাস এবং ভূগোল নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করেছেন। তাঁর ভ্রমণবিলাসিতার কথা প্রায় সকল ইতিহাসবিদই লিখে গেছেন। ১৯ বছর বয়সেই আল-মাস‘ঊদী যাযাবর জীবন শুরু করেন এবং মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বপর্যন্ত তার এই ভ্রমণ অব্যাহত থাকে। পারস্য, শাম (বর্তমান সিরিয়া), আর্মেনিয়া, আজারবাইজান হয়ে কাস্পিয়ান সাগর পাড়ি দিয়ে ভোলগা অঞ্চল, মধ্য এশিয়া, ভারত, কানবালু বা বর্তমান মাদাগাস্কার, ওমান, দক্ষিণ আরব, গ্রিক সাম্রাজ্য ও স্পেনে ঘুরে মিসরে গিয়ে শেষ করেন এ দীর্ঘ ভ্রমণ। অনেক ইতিহাসবিদ তার ভ্রমণের তালিকায় চীন ও শ্রীলংকাও যোগ করেন। কেননা তার ইতিহাস বিষয়ক লেখায় চীন ও শ্রীলংকা সম্পর্কে ব্যাপক পরিমাণ তথ্য ছিল। তাঁর জ্ঞানের প্রধান উৎস ছিল গ্রিক ও রোমান ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং ভ্রমণ। মাস‘ঊদী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার প্রতি অফুরন্ত কৌতুহলী উৎসাহী ছিলেন এবং যে দেশ ভ্রমণ করেছেন সে দেশের মানুষের সাহচর্যে এসে তাদের কাছ থেকে বহু কথা জেনেছেন বহু জ্ঞান আহরণ করেছেন। মাস‘ঊদী ইতিহাস প্রীতিকে তাঁর *Medicine of his soul* (আত্মার ঔষধ) বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাসকে তিনি জীবন দর্শন হিসেবে দেখতেন। De Boer বলেন,

> For learned men come and go, but history records their intellectual achievements, and thereby restores the connection between the past and the present. It gives an unprejudiced information about events and about the views of men.[৪৬]
>
> “মানুষ আসে এবং যায়, কিন্তু ইতিহাস তাদের জ্ঞানানুশীলন ও মহৎ কীর্তির কথা লিপিবদ্ধ করে রাখে এবং অতীতের ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। এটি ঘটনাবলী ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিরাসক্ত চিত্র তুলে ধরে।
>
> মাসউদী ইব্‌ন খালদূনের চারশতাধিক বছর পূর্বে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ্ধতি ও কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দ্বীন বা ধর্মকে বা রাজনীতির পরিপুরক এবং রাজশক্তিকে অনুরূপভাবে ধর্মের পরিপুরক হিসেবে দেখেছেন। অধিকন্তু তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতনেরও কারণ নির্ণয় করেছেন।”

আল-মাস‘ঊদী দাবি করেছিলেন, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জনৈক সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসুদ এর একজন বংশধর। তবে তার এই দাবিতে সমসাময়িক অনেক উচ্চবংশীয় মুসলিম তার উপর ক্ষিপ্ত হন। কেননা আল-মাস‘ঊদী ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। আর এজন্যই তার ‘মুরূজযুয্-যাহাব’ এর মতো অসাধারণ কাজও মুসলিমদের মধ্যে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। ১৮৬১ সালে এর ইংরেজি অনুবাদ ‘মিডোজ অব গোল্ড’ প্রকাশের পর এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে যে তার অধিকাংশ তথ্যবহুল মূল্যবান কাজই হারিয়ে গেছে। ইতিহাসবিদগণ মনে করেন, আল-মাস‘ঊদীর শিয়া ও মুতাযিলী ভাবধারার জীবন ধারণের জন্যই আরবরা তার কাজগুলো গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষণ করেনি। আয্-যাহাবী (র) বলেন, عداده في أهل بغداد، نزل مصر مدة، وكان معتزليا. “তিনি বাগদাদের অধিবাসীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি কিছুকাল মিসরে অবস্থান করেন। এবং তিনি একজন মু‘তাযিলা মতবাদের অনুসারী ছিলেন।”[৪৭]

আর.এ. নিকলসন ‘মুরূজযুয্-যাহাব’ গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,

> “গ্রন্থটি মুসলিম সম্প্রদায়গুলি এবং জরথুস্ট্রোবাদী ও স্যাবিয়ানদের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত তথ্য সরবরাহ করে। মিসরের গর্ভনর আহমদ ইব্‌ন তুলূন (৮৬৮-৮৭৭ খ্রি.) এবং একজন বয়স্ক মিসরীয় খ্রিস্টানের এক সাক্ষাৎকারের একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা এতে বিদ্যমান রয়েছে। নীল নদের উৎস ও পিরামিড নির্মাণ সম্পর্কে তাঁর মত বর্ণনা করার পর মিসরের এই খ্রিস্টান ব্যক্তিটি প্রতীয়মান ভুল ও দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে তার ধর্মবিশ্বাসের (খ্রিস্টানধর্ম) পক্ষে মতপ্রকাশ করে এই যুক্তির ভিত্তিতে যে, এ সমস্ত ভুল ও দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এতো অসংখ্য মানুষ ও রাজারা যে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছে সেটাই তার সত্যতার অমোঘ প্রমাণ।”[৪৮]

আর.এ. নিকলসন খলীফাদের সম্পর্কে মাস‘ঊদীর বর্ণনায় বলেন,

> “এর মধ্যে উপস্থিত অসংখ্য ছোট ছোট সত্য কাহিনীর প্রাচুর্যের জন্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘটনার সুবিন্যস্ত বর্ণনাকে একসাথে উপস্থপনার পরিবর্তে তিনি জনজীবনের বিষয়গুলি ও ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, সমাজ-জীবন ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে একটি অসাধারণ অথচ অসম রূপরেখা তুলে ধরেছেন।”[৪৯]

আল-মাস'উদীর প্রধান গবেষণালব্ধ গ্রন্থ হলো ৩০ খণ্ডে সময়ের ইতিহাস বা 'আখাবিরয্-যামান' নির্মাণ। এটি একটি বিশ্বকোষীয় বিশ্ব ইতিহাস যেখানে মানুষের জ্ঞান ও ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অনেকগুলো খণ্ড এখন আর পাওয়া যায় না। ভিয়েনার লাইব্রেরি ও অক্সফোর্ডের বোদলিয়ান লাইব্রেরিতে কয়েকটি খণ্ড এখনও পাওয়া যায়।

১১. খতীব আল-বাগদাদী[৫০] (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ খ্রি.)

খতীব আল-বাগদাদী (র) ছিলেন একজন বিখ্যাত কারী, বাগ্মী, ইতিহাসবিদ, মুহাদ্দিস, ফকীহ, কবি ও সাহিত্যিক। চলতে চলতে তিনি বই পাঠ করতেন। তিনি বিদ্বান ও জ্ঞানের সেবায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন। হজ্জ যাত্রার সময় সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করে শেষ করতেন। তারপর লোকেরা জড়ো হয়ে হাদীসের বর্ণনা জিজ্ঞাসা করতো। তিনি বাগদাদের আল-মানসূরের গ্রেট মসজিদ এবং দিমাশকের উমাইয়্যা মসজিদের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে হাদীস শিক্ষা প্রদান করেন যা তাকে সুউঁচু মর্যাদা ও পাণ্ডিত্যের ইঙ্গিত প্রদান করে। ইব্ন নাসীর বর্ণনা করেছেন, "আল-খাতীব যখন দিমাশকের মসজিদে হাদীস পাঠ করতেন, তখন তার আওয়াজ মসজিদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শোনা যেত এবং তিনি বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন।" আল-বাগদাদী (র) ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ইব্ন খাল্লিকান (র) বলেন, "তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টি।" ঐতিহাসিক শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে লিখিছেন, "খতীব আল-বাগদাদী'র রচিত গ্রন্থ সংখ্যা হলো ৫৬টি।

ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান

আল-খতীব আল-বাগদাদীর লিখিত তারীখু বাগদাদ 'বাগদাদের ইতিহাস' তার রচনাবলির মধ্যে অন্যতম। এই বিশাল বিশ্বকোষীয় রচনায় বাগদাদ শহরের আদিকাল থেকে বাগদাদের সাথে যুক্ত মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, ইসলামী চিন্তাবিদ, অভিজাত, বিখ্যাত পুরুষ ও মহিলাদের জীবনের ৭,৮৩১টিরও বেশি জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। এটি হাদীস বিশারদদের পদ্ধতি অনুসারে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে লেখক পূর্ববর্তী হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপিগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা বাগদাদের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে। এভাবে আল-বাগদাদীর রচিত গ্রন্থগুলির শিরোনাম এবং তাদের লেখকদের নাম সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়, বিশেষ করে তারীখু বাগদাদ (বাগদাদের ইতিহাস) ছাড়া অন্য কোনো উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও, এটি হাদীসের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার জন্য একটি রেফারেন্স এবং লেখকদের জন্য মূল্যবান উৎস হিসেবে গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে অবস্থান করে। গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পরবর্তী মনীষীগণ বেশ কয়েকটি বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ক. ইব্ন আল-সামানী, খ. ইব্ন আয্-যুবাইদী, গ. ইবনুন্-নাজ্জার।

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারীখু বাগদাদ গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এতে বাগদাদের পণ্ডিতদের কাছে সেই সময়ের পণ্ডিতদের কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে হারিয়ে যাওয়া বহু সংখ্যক গ্রন্থের পরিচয় এতে বর্ণনা করা হয়েছে। সে জন্য বলা হয় এটি এমন একটি গ্রন্থ যাতে বাগদাদের ইতিহাসের ওপর লেখা গ্রন্থের ইতিহাসও রয়েছে। আল-খতীবের ইতিহাস অনেক ইসলামী ইতিহাসবিদদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য হয়েছে। যারা এটি থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছিল এবং এটি তাদের গ্রন্থে একটি প্রধান রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাশ কুবরা যাদাহ (মৃত্যু ৯৬৫ হি.) এই বলে তার প্রশংসা করেছেন,

كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه فإنه يدل على اطلاع عظيم

"তিনি ছিলেন সবচেয়ে নিপুণ মুখস্থ এবং জ্ঞানী পণ্ডিতদের একজন, এবং যদি তার কাছে ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তবে এটি তার জন্য যথেষ্ট হবে, কারণ এটি দুর্দন্ত অন্তর্দৃষ্টি নির্দেশ করে।"

ইব্ন কাসীর (র) তারীখু বাগদাদ গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,

لَهُ مِرْآةُ الزَّمَانِ فِي عِشْرِينَ مُجَلَّدًا مِنْ أَحْسَنِ التواريخ ... وهو من أبهج التواريخ

"তাঁর সমসাময়িক যুগে এটি বিশ খণ্ডে ইতিহাসের উপর রচিত অতি উত্তম গ্রন্থ ও হৃদয় প্রফুল্লকারী একটি গ্রন্থ।"[৫১]

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের উপর ইতিহাসবিদদের নির্ভরশীলতা তাঁর এবং তাঁর উপাদানগুলির প্রতি তাদের আস্থা নির্দেশ করে। তাঁর রচিত 'তারীখু বাগদাদ' গ্রন্থে সে সমস্ত পণ্ডিতদের জীবনবৃত্তান্ত একত্রিত করতে চেয়েছিলেন, যারা সেখানে বসবাস করতো বা সেখান পরিদর্শন করেছন, প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত। গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এর ইতিহাসে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ (মিত্র, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বিচারক,

আইনবিদ, হাদীস বিশারদ, আবৃত্তিকার, তাপসী, ধার্মিক ব্যক্তি, ধর্মীয় ব্যক্তি এবং কবিদের নামকরণ। শান্তির শহর যারা এর মধ্যে এবং অন্যান্য দেশে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেখানে বসবাস করেছিল এবং যারা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল এবং অন্য শহরে মারা গিয়েছিল এবং যারা এর নিকটবর্তী অঞ্চলে ছিল এবং যারা এর লোকদের ব্যতিত অন্যদের থেকে এর আগে ছিল তাদের কথা উল্লেখ করে।)

সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে খতীব আল-বাগদাদী (র) বাগদাদের পণ্ডিতদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন, যারা সেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যে সমস্ত আলিমগণ বিভিন্ন শহর থেকে এসে বাগদাদে বসবাস করেছেন বা সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন, যে আলিম সেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পরে চলে গিয়েছেন তাদের জন্য। তিনি এর নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকদের জন্যও আলোচনা করেছেন। যেমন- সামাররা, অন্যান্য এবং বাগদাদে আসা আলিমদের জন্যও। আল-খতীব তাঁর ইতিহাসে বাগদাদে আসা কোনো বিদেশী হাদীস বিশারদকে উল্লেখ করেননি, তিনি সেখানে বর্ণনা করেননি এবং তিনি জ্ঞান বর্ণনা করেছেন, কারণ তিনি তাদের উপেক্ষা করেছেন, কারণ তাদের নাম প্রচুর এবং তাদের সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব।

১২. ইবনুল আসাকির[৫২] (র) (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ খ্রি.)

ইবনুল আসাকির ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তারমধ্যে সর্বাপ্রেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক'। গ্রন্থটি ইতিহাস বিষয়ক। এ গ্রন্থে তিনি সেসব ব্যক্তিগণের জীবনী সংকলন করেন, যারা কোনো সময় দিমাশকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ গ্রন্থটি আশি খণ্ডে বিভক্ত। এটি ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. বৈরূতের দারুল ফিক্র থেকে উমার ইব্ন গুরামাহ্ আল-আমরী-এর সম্পাদনা ও তাহ্কীক সম্বলিত ৭০ খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। গ্রন্থটির বৃহৎ অবয়ববিশিষ্ট হওয়ার কারণে পরবর্তীতে বিভিন্ন লেখক এটির মুখতাসার তথা 'সংক্ষেপণ' গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দিকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত এই মহামনীষীর সাথে ইব্ন খাল্লিকানের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ইব্ন খাল্লিকার তাঁর বিদ্যার ও সুমুধুর স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন,

كان بيته في الموصل مجمع الفضلاء، اجتمعت به في حلب فوجدته مكمل للفضائل والتواضع وكرم الاخلاق فتردد إليه

> "মাওসিলে তার বাসস্থানটি ছিল সুধিজনের মিলন কেন্দ্র। আমি একদা হলবে তার সাক্ষাতে গমন করি। তখন দেখলাম তিনি মহান চরিত্রবান, বিনয়ী ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আমি তার নিকট বারংবার গমন করি, খাদেম আতাবুক তুঘরিল তাঁকে যথেষ্ঠ সম্মান করে এবং হলব নামক স্থানে তার কাছে গমন করে।"

ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল লিখেন,

> "ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকীর (১১০৫-১১৭৭ খ্রি.) তাঁর জীবনচরিত গ্রন্থমালা ৮০ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। দিমাশক নগরীর তিনি অধিবাসী ছিলেন। ঐ শহরের বিখ্যাত পণ্ডিতদের জীবন কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে ঐ বিশাল গ্রন্থটিতে।"[৫৩]

১৩. ইব্নুল জাওযী[৫৪] (জন্ম: ৫১০ হি./১১১৬ খ্রি.-মৃত্যু: ৫৯৫ হি./১২০১ খ্রি.)

ইবনুল জাওযী (র) ছিলেন একাধারে তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ইতিহাস, নাহু, গণিত, জ্যোর্তির্বিদ্যা, চিকিৎসা, ভাষাবিদ ও ওয়া'ইয। তিনি কেবল জবান দ্বারা ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমেই দীন ও জ্ঞানের খেদমত করেননি বরং লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর অবদান রেখে যান। তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহে বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। ইব্ন খাল্লিকান (র)-এর মতে 'তার পুরো জীবন হিসেব করলে তিনি প্রতি দিন গড়ে ৯টি[৫৫] খাতা লিখেছেন।'[৫৬] ইবনুল ইমাদের মতে 'এর সংখ্যা চার। তবে তিনি [ইবুনল জাওযী (র)] প্রতি বছর গড়ে পঞ্চাশ থেকে ষাট খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ইবনুল জাওযীর দখল ছিল।'[৫৭]

ইবনুল জাওযী (র) বলেছেন,

وتصانيفه كثيرة منها: كتاب «التاريخ»، وكتاب «التفسير» و«تهذيب الآثار» إلا أنه لم يتمم تصنيفه وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة

> "তাঁর অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে, আত্-তারীখ (ইতিহাসের) গ্রন্থ, তাফসীর গ্রন্থ, তাহযীবুল আসার (নামক গ্রন্থ) যে গ্রন্থটি তিনি পরিপূর্ণ করে যেতে পারেননি। এছাড়াও উসূলুল ফিক্হ (ফিক্হের মূলনীতি) ও শাখাগত বিষয়ে তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে।"[৫৮]

ইতিহাস রচনায় তাঁর অবদান

ইব্নুল জাওযী (র) ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্র জগতে একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইতিহাস চর্চায় তাঁর লিখিত তিনটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তা নিম্নরূপ-

ক. আল-মুনতাযাম ফী তাওয়ারীখুল-মুলূক ওয়াল-উমাম; এটি ইতিহাস বিষয়ে একটি বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।[৫৯] গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত এবং সন-তারিখ হিসাবে বিন্যস্ত। ১ম থেকে ১০ম খণ্ড পর্যন্ত মূল আলোচনা রয়েছে। এবং আরো তিনটি খণ্ড রয়েছে যা শুধুমাত্র সূচিপত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কেনো প্রকাশনী আঠারো খণ্ডে প্রকাশ করেন যা অন-লাইনে সার্চ দিলে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি আয়া সুফিয়া, ইস্তাম্বুল এর গ্রন্থাগার, প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগার, বৃটিশ মিউজিয়াম, লণ্ডন, হাবীব যায়্যাত খাযাইনুল কুতুব ফী দামিশক প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৬০] গ্রন্থটির ভূমিকাতে ইতিহাসের গুরুত্ব, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের অনুসৃত নীতি, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে। আদম (আ) থেকে ঈসা (আ) পর্যন্ত নবীগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সা), খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবে-তাবি'ঈ, উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় শাসনামলে ৫৭৪ হিজরী সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ব্যক্তির জীবনীসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনুল জাওযী (র) বিশুদ্ধ হাদীস ও কিছু সংখ্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থটি রচনা করেন। অতঃপর তিনি পূর্ববর্তী আরব ও অনারব বিভিন্ন জাতির ঘটনাবলী আলোচনা করেছেন।[৬১] এ গ্রন্থের একটি বড় অংশ জুড়ে মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবনী আলোচিত হয়েছে। এতদ্ব্যতিত এতে খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ, হুসায়নের শাহাদাত, যায়দ ইবন আলী ও খারিজীদের আন্দেলন এবং উমাইয়্যা ও আব্বাসী শাসনামলের ৫৭৪ হিজরী পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে।[৬২] প্রতি বছর বাগদাদে যে সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে গ্রন্থকার এতে সেসব ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন এবং উল্লিখিত বছরসমূহে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও আলোচনা করেছেন।[৬৩] অতএব গ্রন্থটি জীবনী ও ঘটনাবী আলোচনার এক সমগ্রিক ইতিহাসে পরিণত হয়েছ।[৬৪]

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত অনুসরণে ১৩৫৫-৫৯ হিজরীতে দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উছমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ কর্তৃক ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৬৫] এছাড়া বৈরূত ও মিসরের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। বৈরূতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আতা ও মুস্তাফা আব্দুল কাদির আতার সম্পদনায় ১৯ খণ্ডে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. বৈরূতের দারুল ফিক্‌র থেকে ওস্তায ড. সুহায়ল যাক্কার এর তাহকীকসহ ১৩ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।

খ. সিফাতুস্‌-সাফ্‌ওয়াহ্‌: এটি আবু নু'আয়ম আল-ইস্পাহানী (র) রচিত 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থের সংক্ষিপ্তকরণ। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী, প্রসিদ্ধ সাহাবী, তাবি'ঈ ও পরবর্তীকালের আলিমগণের জীবনী ও উক্তিসমূহ ক্রমানুসারে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি মিসর, বৈরূতসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে বহুবার প্রকাশিত হয়। বৈরূতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

১৪. ইব্নুল আছীর[৬৬] (জন্মঃ ৫৫৫ হি./১১৬০ খ্রি.-মৃত্যুঃ ৬৩০ হি./১২৩৩ খ্রি.)

ইব্নুল আছীর (র) ছিলেন সাহাবাহ্ চরিত রচয়িতা, ইতিহাসবেত্তা, হাদীস বিশারদ, কুরআনের হাফিয, তাফসীরকারক, আরবী ব্যাকরণবিদ ও সাহিত্যিক। তাঁর রচিত *'আল-কামিল ফিত্-তারিখ'* গ্রন্থটি ইতিহাসের জগতে একটি বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নামকরণের সার্থকতা পরিপূর্ণরূপে ফুটে ওঠেছে। যেমন গ্রন্থটিতে মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে ৬২৮ হিজরী/১২৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়ের সঠিক ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটি ১১ খণ্ডে বিভক্ত এবং সন-তারিখ হিসাবে বিন্যস্ত। তন্মধ্যে ৯ খণ্ডে মূল আলোচনা রয়েছে। বাকী দুখণ্ড সূচিপত্র। এগুলোর বিষয় সূচক নিম্নে আলোকপাত করা হলো। ইব্নুল আছীর (র) বলেন,

> "হাম্‌দ ও ছানার পর আমি ইতিহাসের কিতাব অধ্যয়ন করা, তাঁর মধ্যে যা আছে তার পরিচিতি লাভ করাকে সর্বদা ভালোবাসি। ইতিহাসের প্রকাশ্য ঘটনা ও গোপন ঘটনাসমূহ দেদ্বীপ্যমান করার মাধ্যমে উদ্ভাসিত করা, সর্বদা জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ শিষ্টাচার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার প্রতি সর্বদা আমি আগ্রহী হয়ে ঝুকে পড়ি। অতঃপর আমি যখন তা নিয়ে চিন্তা করে উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে ভিন্নতর অবস্থা দেখতে পেলাম। জানার, মনি-মুক্তা সমূহ উপকরণের প্রতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রলম্বিত অবস্থার মধ্যে থেকে আমি পন্থা ও বর্ণনা সমূহ সংক্ষেপ করি। সংক্ষেপে অধিকাংশই কম-বেশি করেছেন, যা অবশ্যই আসবে। এতদসত্বেও তাদের প্রত্যেকেই বড় বড় ঘটনাবলীকে বর্জন করেছেন। প্রসিদ্ধ বাস্তব ঘটনাকে এড়িয়ে গেছেন। আর অনেকেই ছোট ছোট বিষয় দ্বারা কাগজের পাতা কালো করেছেন মাত্র, অথচ সেসব বিষয় থেকে বিরত থাকাই উত্তম। যেমন- তাদের কথা 'অমুক

মান সম্পন্ন যিম্মীকে খুলে দিয়েছে' এবং আগুন জ্বালাতে পরিমান বেশি করেছে। অমুককে সম্মানী করেছেন, আর অমুককে তুচ্ছ করেছেন। অথচ তাদের প্রত্যেকেই স্বীয় যুগে তারীখ লিখেছেন। তারপর যিনি এসেছেন তিনি এর ওপর পরিশিষ্ঠ লিখেছেন এবং উক্ত ইতিহাসের পরবর্তী কিছু নতুন নতুন ঘটনা জুড়িয়ে দিয়েছেন।"[৬৭]

গ্রন্থটির নামকরণ সম্পর্কে ইব্নুল আছীর (র) বলেন,

"আমি এর নামকরণ করেছি এমন নামে, যা অন্যের সাথে সংগতি রাখে। তা হচ্ছে '*আল-কামিল ফিত্-তারীখ*'। আমি দেখেছি এমন একটি দল যারা জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধির দাবী করে এবং নিজেকে ইল্ম ও বর্ণনায় সমুদ্র মনে করে, ইতিহাসকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ মনে করে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অমুখাপেক্ষীতার ভাব দেখায় এই ধারনাবশত যে, ইতিহাসের সর্বোচ্চ উপকারীতা হচ্ছে কিচ্ছা-কাহিনী আর অতীত সংবাদাদী। আর এর সর্বোচ্চ জানার বিষয় হলো কিছু কথাবার্তা আর নৈশকালীন গল্প। এটা হলো ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে ব্যক্তি ইতিহাসের শুধু খোসার ওপর দৃষ্টি সিমীত রেখেছে, কিন্তু দৃষ্টিকে গভীরভাবে লাগায়নি। আর পুতি ও মুক্তার দানী পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে শান্তশিষ্ট্য স্বভাব দিয়েছেন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন তিনি জানেন যে, এর উপকারীতা অনেক এবং এর পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ অনেক বেশি। হ্যাঁ এখানে আমরা তা থেকে কিছু আলোচনা করব, যার মধ্যে আমাদের জন্য তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাতে স্বচ্ছ দৃষ্টি দানাকারীর প্রত্যেকের জন্য অবশিষ্ট সমূহের জ্ঞান লাভ হবে।"[৬৮]

ইব্নুল আছীর (র) ইতিহাস শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ '*আল-কামিল ফিত্-তারীখ*' রচনা করে বিশ্ববাসীকে তাঁর কাছে ঋণী করেছেন। এ গ্রন্থটিতে ইতিহাসের সব বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে ৬২৮ হি./১২৩০ খ্রি. পর্যন্ত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি এ বিশাল গ্রন্থটি প্রণয়নে ইমাম আবূ জা'ফর আত্-তাবারী (র) প্রণীত '*তারীখুর রুসূল ওয়াল-মুলূক*'-এর সাহায্য গ্রহণ করেন। তবে তিনি সনদ (সূত্র) বর্জন করে কেবল ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। কোনো কোনো ঘটনা বর্ণনায় তিনি ইমাম তাবারী (র)-এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইমাম তাবারী (র) জাহিলিয়াত যুগে সংগঠিত অনেক ঘটনা ছেড়ে দেন কিন্তু ইব্নুল আছীর জাহিলিয়াত যুগের ঘটনা '*আল-কামিল*' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। এ হিসেবে ইমাম তাবারী (র) *প্রণীত* '*তারীখুর রুসূল ওয়াল-মুলূক*' প্রথম এবং ইব্নুল আছীর (র) প্রণীত '*আল-কামিল ফিত্-তারীখ*' গ্রন্থটি দ্বিতীয় বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।[৬৯] ইব্ন খাল্লিকান (মৃত ৬৮১ হি.) বলেন,

كَانَ إِمَامًا فِيْ حَفظِ الْحَدِيْثِ وَمَعْرِفته وما يتعلَّقَ به، وحافظًا لِلتَّوَارِيخ المتقدمة والمتأخرة، وخبيراً بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم وأخبارهم.

"তিনি ছিলেন হাদীস বিজ্ঞান ও হাদীস সংরক্ষণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইতিহাসের হাফিয, আরবদের বংশ তালিকা, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটনাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ।"[৭০]

আল-ইয়াফি'ঈ (মৃত ৭৬৮ হি.) বলেন,

الإِمَامُ الْحَافِظُ صَاحِبُ التَّارِيْخُ، وَمَعْرِفَة الصَّحَابَة، وَغَيْرَ ذَلِكَ، كَانَ صَدْراً مُعْظَمًا، كَثِيْرُ الْفَضَائِلِ، كَانَ بَيْتِه مجْمَع الْفَضَل لأَهْلِ الْمَوْصِلْ وَحَافِظً لِلتَّوَارِيْخ، وَخَيْراً بِاَنْسَابِ الْعَرَبْ وَأَخْبَارَهُمْ وَاَيَّامَهُمْ ووَقَائعهم.

"ইবনুল আছীর ছিলেন ইমাম, হাফিয, আত্-তারীখ ও মা'রিফাতুস্-সাহাবা প্রণেতা। তিনি ছিলেন মহান নেতা, অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী, তার গৃহ ছিল মাওসিল বাসীর সুধি ব্যক্তির মিলনস্থান। এছাড়া তিনি ছিলেন ইতিহাসের হাফিয, আরবদের বংশ তালিকা, কাহিনী, ঘটনাবলী, যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি।"[৭১]

আর.এ. নিকলসন বলেন, "তাঁর সুমহান সাহিত্যকীর্তি কামিল নামের গ্রন্থটিতে আদিম যুগ থেকে ৬২৮ হিজরী/১২৩০-১২৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের রচনাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাতিলাভ করেছে। ৩০২ হিজরী সাল পর্যন্ত লেখক অন্যান্য উৎস থেকে কিছু কিছু সংযোজন করে তাবারী রচিত ধারাবাহিক ইতিহাসটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। তাবারী রচিত বর্তমান সংস্করণে যে সমস্ত যুদ্ধের বর্ণনা নেই তাঁর প্রথম খণ্ডে ইসলাম-পূর্ব যুগের যুদ্ধগুলির একটি দীর্ঘ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।"[৭২]

১৫. ইব্ন খাল্লিকান[৭৩] (৬০৮-৬৮১ হি./১২১১-১২৮২ খ্রি.)

ইব্ন খাল্লিকান ছিলেন একজন আইনবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং ক্লাসিক আরবী জীবনী অভিধান প্রণেতা। তিনি ছিলেন ধার্মিক, গুণী, বিদ্বান; মেজাজে বন্ধুত্বপূর্ণ, কথোপকথনে গম্ভীর এবং শিক্ষণীয়। তাঁর বাহ্যিক চেহারা ছিল অত্যন্ত প্রাধান্যপূর্ণ, চেহারা সুদর্শন এবং আচার-আচরণ আকর্ষণীয়।

ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান

ইব্ন খাল্লিকান জীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবা আবনা আয-যামান' (Deaths of Eminent Men and History of the Sons of the Epoch) মুসলিম ইতিহাস ও সাহিত্যক্ষেত্রের সুধীজনদের জীবনচরিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফাউর রাশেদীনের আমলের মনীষীগণের জীবনচরিত হিসেবে গণ্য হওয়ার দবি রাখে। তিনি গ্রন্থটি ১২৫৬ সালে কায়রোতে শুরু করেন এবং অনেক সম্পাদনা ও পুনর্বিন্যাস করার পরে ১২৭৪ সালে সেখানে সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এতে মুহাদ্দিস, ফকীহ্, ঐতিহাসিক, জ্যোতিবিদ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও মনীষীগণের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে। তবে এতে তিনি নবী মুহাম্মদ (সা), সাহাবাহ (রা), হাদীস সমালোচক, খলীফা এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়েছিলেন যাদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ছিল। ইব্ন খাল্লিকান বুদ্ধিমত্তা এবং পাণ্ডিত্যের সাথে তার জীবনীগুলির জন্য বাস্তব উপাদান নির্বাচন করেছিলেন এবং কবিতা এবং উপাখ্যান দিয়ে সেগুলিকে পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থটিতে তাঁর সমসাময়িকদের জন্য একটি মূল্যবান উৎস। কারণ তিনি এতে এমন উৎসের উপর নির্ভর করতেন যা হারিয়ে গেছে বা প্রকাশিত হয়নি এবং অন্যান্য জীবনী অভিধানে অন্য কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গ্রন্থটিতে মধ্যযুগের মুসলিম জীবন সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় তথ্যও রয়েছে। খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী বলেন, المؤرخ الحجة، والأدب الماهر، صاحب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) وهو أشهر كتب التراجم. "তিনি ইতিহাসের পণ্ডিত, দক্ষ সাহিত্যিক, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবা আবনা আয-যামান গ্রন্থের রচয়িতা, প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদক।"[৭৪]

ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল লিখেন,

> "ইব্ন খাল্লিকান জীবনচিরত লেখক হিসেবে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত 'কিতাব ওয়াফায়াতুল আইয়ান' মুসলিম ইতিহাস ও ও সাহিত্যক্ষেত্রের সুধীজনদের জীবনচিরত হওয়ার দাবি রাখে। এই গ্রন্থে জ্যোতিবিদ, ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস, ফকীহ (ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ) প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিত ও মনীষীগণের জীবনচরিত আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরণের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যদিও সমস্ত পণ্ডিতদের জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়নি এবং যথাযথ গুরুত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়নি, তবুও সূধীজনের আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে।"[৭৫]

উপসংহার

ইতিহাস বর্তমান এবং অতীতের মধ্যে একটি সংলাপ ও সেতুবন্ধন। ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষ অতীতের সমস্ত অনুঘটক বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে পারে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং উমাইয়্যাদের যুগে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র তেমন প্রসারিত হয় নি। আব্বাসীয় যুগে আরবীয়গণ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছিল। এ ইতিহাস সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয় আব্বাসীয় শানামলে। আব্বাসীয় খলীফাগণ রাজ্যশাসন ও রাজ্যজয় অপেক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে ইতিহাসে বেশি খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়্যা আমলে ইতিহাস চর্চার বীজ বপিত হয়। তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাসের মূল চর্চা আরম্ভ হয় আব্বাসীয় আমলেই। মৌখিক উপাখ্যান, প্রাক ইসলামী আরবের কাহিনী, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী আরব ইতিহাসের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তু ছিল। এসব কিছুই মূল উপাদানের সাহায্যে ইতিহাস প্রণয়নে পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে ঐ সকল ইতিহাস সংকলিত ও পরিমার্জিত করার মাধ্যমে ইতিহাস শাস্ত্রের বিকাশ সাধিত হয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] তাঁর পুরো নাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আবূ আবদুল্লাহ। তিনি ৮৫ হিজরী মোতাবেক ৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত হয়। মিসর ভ্রমণের সময় এক হাদীসবেত্তা দলের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর জীবনের সাধনা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী এবং তাঁর জীবনকালে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ঘটনার তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন। ইতিহাস রচনায় তাঁর দীক্ষা ছিল পারিবারিক। ইতিহাসের কাহিনী পরিবেশনা ছিল তাঁদের কয়েক প্রজন্মের পারিবারিক পেশা। জীবিত থাকতেই ইতিহাস রচনায় তাঁর সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সীরাতুর রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁর পাণ্ডিত্য ও ইতিহাসচর্চার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। ইব্ন ইসহাকের জীবনের শেষ সময় কাটে বাগদাদে। সেখানেই ৭৬১ থেকে ৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা.বি.), পৃ. ২১৫;; ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ১৮শ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়া আত্-তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্রিস্ত* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯২; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, তা.বি.), পৃ. ১৬৩; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা.বি.), পৃ. ২১; ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইয়াহ্ইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, নতুন সংস্করণ, তা. বি.). পৃ. ১০১২; ইব্ন খাল্লিকান,

ওয়াফইয়াতুল আইয়ান, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৬১১; ইসমা'ঈল বাশা আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল আরেফীন*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৭; খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১২শ সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৫২; উমার রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১২৪।

২ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাল আল-কুনূজী, *আবজাদুল উলূম*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৭৫; হাজী খলীফাহ্ বলেন,

أول من صنف فيه: الإمام المعروف : بمحمد بن إسحاق رئيس أهل المغازي المتوفى: سنة ١٥١، إحدى وخمسين ومائة.

" সীরাত বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক। যিনি মাগাযী রচনায় প্রধান হিসাবে বিবেচিত। তিনি ১৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।" দ্র. *কাশফুয্-যুনূন*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১০১২।

দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফইয়াতুল আইয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১১; ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ৯২; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১; হাজী খলীফাহ, *কাশফুয্-যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১২; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল আরেফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫২; উমার রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৪।

৩ কার্ল ব্রক্যালম্যান, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, আরবী অনূবাদঃ ড. আব্দুল হালীম আন্-নাজ্জার, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ্, ৫ম সংস্করণ, তা. বি.), পৃ. ১০-১১।

৪ ইব্ন হিশাম, *সীরাতুন্-নবী (সা)*, অনুবাদ আকরাম ফারূক ও অন্যান্য, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০১ হি./১৯৯৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২০; *কাশফুয্-যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১২; *আবজাদুল উলূম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫।

৫ *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১; ইব্ন হিশাম, *সীরাতুন্নবী (সা)*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।

৬ ইব্ন হিশাম, *সীরাতুন্নবী (সা)*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯।

৭ তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইব্ন উমার ইব্ন আল-ওয়াকিদ আস্-সাহ্মী আল-আসলামী আল-মাদানী আল-ওয়াকিদী আবূ আব্দিল্লাহ্। তিনি ১৩০ হিজরী মোতাবেক ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, হাফিয, মুফাস্সির, ফকীহ্, ঐতিহাসিক ও আরবী ভাষাবিদ। তিনি ছিলেন একজন আরব ইতিহাসবিদ। তাঁর রচিত 'আল-মাগাযী' নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সামরিক অভিযান বিষয়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। যুবক হিসেবে আল-ওয়াকিদী মক্কা ও মদীনার পবিত্র শহরগুলিতে এমন একটি কর্তৃত্ব ছিলো, যাতে মনে হতো তিনি আব্বাসীয় খলীফার পথপ্রদর্শক। ৮১৯ খ্রিস্টাব্দে আল-ওয়াকিদী খলীফা কর্তৃক পূর্ব দিকে রুসাফার কাযী নিযুক্ত হন। খলীফা আল-মামুন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরে তার নির্বাহী ছিলেন। ২০৭ হিজরী মোতাবেক ৮২৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩; আল-মাস'ঊদী, *মুরূজুয-যাহাব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৩; আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল জিনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬; আব্দুল করীম ইব্ন মুহাম্মদ আস্-সাম'আনী, *আল-আনসাব*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৫৭৭; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফইয়াতুল আইয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪০; ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ১২৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১০; ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্*, ১০ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহ্ইয়াইত্-তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৬১; ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয-যাহাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮; হাজী খলীফাহ, *কাশফুয্-যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬০, ১২৩৭; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল আরেফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০; আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০০; উমার রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮।

৮ ইব্ন সা'দ, *আত্-তাবাকাতুল-কুবরা*, ৫ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, তা. বি.), পৃ. পৃ. ৩১৪-৩১৫; ইব্ন কুতায়বাহ, *আল-মা'আরিফ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৫৯।

৯ ইব্ন কুতায়বাহ, *আল-মা'আরিফ*, পৃ. ৬০; ড. মো. আজীজুল হক, *মুসলিম ইতিহাসচর্চার ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৫৯; P.k. Hitti, *History of the Arabs* (London : Macmillon & Co, Ltd, 1961), P. 388.

১০ আল-ওয়াকিদী, *কিতাবুল মাগাযী*, ১ম খণ্ড (লন্ডনঃ অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৬ খ্রি.), ৩১-৩৪; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ১২৭; সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৫১৩; ড. মো. আজীজুল হক, *মুসলিম ইতিহাসচর্চার ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৫৯।

১১ তাঁর নাম আব্দুল মালিক ইব্ন হিশাম ইব্ন আইয়্যুব আল-হিময়ারী আয্-যুহ্লী আস্-সুদূসী আল-মু'আফিরী আল-বাসরী। তবে তিনি 'ইব্ন হিশাম' নামে সম্যক পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে জানা যায় না। তিনি ছিলেন একাধারে ঐতিহাসিক, নসবনামা বিশারদ, আরবী সাহিত্যিক, অভিধানবিদ, বৈকারনিক। ইব্ন হিশাম বসরায় তার শৈশবকাল অতিবাহিত করেন এবং পরবর্তীতে মিসরে চলে আসেন। তিনি ছিলেন ৯ম শতাব্দীর একজন মুসলিম ঐতিহাসিক, পণ্ডিত এবং প্রাচীন সীরাত সংকলক। তিনি ২১৩ হিজরী/৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; ইব্ন খাল্লিকান, *ওফায়য়াতুল আইয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *বুগইয়াতুল ওয়াহ্*, পৃ. ৩১৫; ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫; হাজী খলীফাহ, *কাশফুয্-যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯, ১০১২; উমার রিযা কাহ্হালাহ্, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩।

[১২] আব্দুর রউফ দানাপুরী, *আসাহুস্-সিয়ার* (দীওবন্দঃ সামাদ বুক ডিপো, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ৩১; *তাদবীনে সিয়ার ওয়াল মাগাযী*, পৃ. ২৪৬; *নাশআতু ইলমিত্-তারীখ*, পৃ. ২৯-৩০; ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী, *সীরাত সাহিত্যের বিকাশ*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৫৪; *The Life of Muhammad,* P. xvii.

[১৩] হাজী খলীফাহ্, *কাশফুয্-যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১২; *আবজাদুল উলূম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫।

[১৪] মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মানি' আয্-যুহরী আল-কারাশী আল-হাশিমী আল-বাসরী আল-বাগদাদী আবূ আব্দিল্লাহ। তবে তিনি ইব্ন সা'দ উপনামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি মুহাদ্দিস ও হাফিয ছিলেন। ইব্ন সা'দ বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন ও বাগদাদে বসবাস করেন। ইব্ন সা'দ কিতাবুল ওয়োকেদী বা ওয়াকিদীর সচিব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আব্বাসীয় খলীফা আল-মামুনের 'কুরআন মাখলূক' মতবাদের মুতাযিলা মতবাদের অনুসারী ছিলেন। তিনি আত্-তাবাকাতুল কুবরা, আত্-তাবাকাতুস্ সুগরা, আত্-তারীখ নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ৬২ বছর বয়সে বাগদাদে মারা যান।

দ্র. খতীব আল-বাগাদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২১; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ৯৯; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম*, ১১শ খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৬১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৫; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬০; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৪; ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪; হাফিয আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল*, ১৬শ খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ হি.,/১৪১৫ খ্রি.), পৃ. ১৫৫; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬০।

[১৫] শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্-নবী*, ১ম খণ্ড (আযমগড় : ১৯৬৩ খ্রি.), শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্-নবী, অনূদিত*, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ১৩৯৪ হি./১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২৭।

[১৬] ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ১৫৯।

[১৭] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৮৬; ড. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৫৬।

[১৮] মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, তা.বি.), পৃ. ৩৪৯-৩৫০।

[১৯] শামসুদ্দীন আয্-যাহবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৫।

[২০] ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবুআতিল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আররাবাহ*, ১ম খণ্ড (কুম : তা. বি.), পৃ. ১১৬।

[২১] তাঁর নাম আহমাদ ইব্ন আবী ইয়া'কূব ইসহাক ইব্ন জা'ফর ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন ওয়াদিহ্ আল-আব্বাসী আল-ইয়া'কূবী। তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইয়াকূত আল-হামাভী বলেন, ২৮৪ হিজরীতে অন্যান্যরা উদ্ধৃত করেছেন ২৮২ হিজরী, এবং এটি বলা হয়েছে ২৭৮ হিজরী অথবা তারপর। আল-ইয়াকূবীর লেখা ইতিহাসের গ্রন্থ কিতাবুল বুলদানের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের বর্ণনাটি (পৃষ্ঠা ১৩১) অধিকতর গ্রহণযোগ্য যে, তিনি ২৯২ হিজরীতে ঈদুল ফিতরের রাতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩; ইসমা'ঈল বাশা আল-বাগদাদী, *ইযাহুল মাকনূন*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ২১৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল আরেফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; কার্ল ব্রক্যালম্যান, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৭; উমার রিযা কাহ্হালাহ্, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *মুসলিম ইতিহাস চর্চা*, পৃ. ৫৮; আর.এ নিকলসন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৩২৪।

[২২] খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।

[২৩] ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩; *Encyclopaedia of Islam* (London: 1965), p. 545.

[২৪] লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম*, পৃ. ৬২৫।

[২৫] তাঁর পুরো নাম আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বা আল-দীনওয়ারী আল-মারওয়াযী আবূ মুহাম্মদ। তবে তিনি 'ইব্ন কুতায়বা' নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ২১৩ হিজরী মোতাবেক ৮২৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল আম্বারী, ইবনু নাদীম এবং ইবনুল আছীর প্রমুখের মতে, তিনি কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন কুতায়বা বাগদাদেই বড় হন। তিনি কূফা, বসরা, রায় ও বাগদাদে সমকালীন মুহাদ্দিস, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের নিকট থেকে শিক্ষার্জন করেন এবং ইতিহাসের তথ্য, উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করেন। ১৫ রজব ২৭৬ হিজরী মোতাবেক ৩ নভেম্বর ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তিনি সত্তর বছর বয়সে যুলকা'দ মাসে ইন্তিকাল করেন। কারো কারো মতে, একাত্তর বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তার মৃত্যু ২৭৪ হিজরীতে রজব মাসে হয়। তবে এটাই অধিক বিশুদ্ধ মত। ইবনুল মুনাদী (র) বলেন,.مات في رجب سنة ست وسبعين ومائتين، من هريسة بلعها سخنة فأهلكته

দ্র. খতীব আল-বাগাদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ৭৭; আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল জিনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১; ইবনুল আছীর, *আল-লুবাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০২; ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *লিসানুল মীযান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭; মহীউদ্দীন আন্-নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮০; ইব্ন তাগরী বারদী, *আন্-নুজূমুয্ যাহিরাহ্*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৭৫; ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৮; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪; জলালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *বুগইয়াতুল ওয়াহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩; আল-বাগদাদী, *হাদিয়াতুল আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১; আল-বাগদাদী, *ইযাহুল মাকনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১; উমার রিযা কাহ্হালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭।

[২৬] মহীউদ্দীন আন্-নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮০।

[২৭] *মুসলিম ইতিহাস চর্চা*, পৃ. ৫০-৫১।

[২৮] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৩।

[২৯] খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮।

[৩০] ইব্ন কুতায়বা, *আল-মা'আরিফ*, পৃ. ৬-২৭।

[৩১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৬-১৯, ১৫২-১৬২।

[৩২] তাঁর নাম আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাবির আবুল হাসান আল-বালাযুরী। তিনি 'আল-বালাযুরী' নামেই ইতিহাসে বিখ্যাত ও পরিচিত ছিলেন। আল-বালাযুরীর সঠিক জন্মস্থান পাওয়া যায় না। কারো কারো মতে, তিনি ৮২০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তবে আরব ও পারস্য উভয় জাতীয়তাবাদ বলে ধারণা করা হয়। বালাযুরী আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ও আল মুস্তাঈনের সময় রাজপ্রাসাদে অবস্থান করতেন এবং আল-মুতাওয়াক্কিলের সময়, তার দরবারে প্রচুর সুবিধা ভোগ করেছেন। খলীফার ছেলে আল-মু'তাজের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। আল-বালাযুরী ৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বাগদাদে মৃত্যুবরন করেন।
দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৬; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০১; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ১১৩; ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৯; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৬; ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *লিসানুল মীযান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২; ইব্ন তাগরী বারদী, *আন্-নুজূমুয্ যাহিরাহ্*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৩; হাজী খলীফাহ্, *কাশ্ফুয্-যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯, ১৪০২; আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০; উমার রিযা কাহ্হলা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২-৩২৩।

[৩৩] আল-বালাযুরী, *ফতূহুল বুলদান*, পৃ. ৩১-৩৮; আব্দুল আযীয আদ্-দূরী, ইলমুত্-তারীখ ইনদাল আরাব, অনুবাদঃ এ.কে.এম ইয়াকুব আলী, *আরব জাতি ইতিহাসচর্চা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৪৯-৫০।

[৩৪] আল-বালাযুরী, *ফতূহুল বুলদান*, পৃ. ৫৯।

[৩৫] *মুসলিম ইতিহাস চর্চা*, পৃ. ৫৯।

[৩৬] তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কাছীর ইব্ন গালিব আত্-তাবারী আল-আমূলী আল-বাগদাদী। আব্বাসীয় খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ্র শাসনকালে কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী গিরিসিংকুল এলাকা 'তাবারিস্তানের' অন্তর্গত আমূল শহরে ২২৪ হিজরী মোতাবিক ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে এই মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি বিদ্বানুরাগী ছিলেন। সাত বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেন এবং ফারসী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। রায় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন জ্ঞানীদের নিকট থেকে হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন এবং সর্বশেষ ২৩৬ হিজরীতে বাগদাদে গমন করেন। এছাড়া জ্ঞান অর্জনের জন্য মিসর গমন করেন। তিনি নিজ আবাসভূমি থেকে শুরু করে রায়, সিরিয়া, খুরাসান, কূফা, বাগদাদ, বসরা, দামিশক, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল গমন করেন ও শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ও ইতিহাস বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। ৪০ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৪০ পৃষ্ঠা করে লিখেছেন। তার 'জামিউল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন' নামক সুবিশাল গ্রন্থটি তাফসীর শাস্ত্রের এক অনন্য গ্রন্থ। তিনি বলেছেন, "আমি এর সংকলন আরম্ভ করার আগে তিন বছর পর্যন্ত ইস্তেখারা করেছি এবং আল্লাহ তা'আলার সাহয্য প্রার্থনা করেছি। ফলে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন।" ৩১০ হিজরী মোতাবেক ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তাকে বাগদাদে সমাহিত করা হয়। দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১০; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *আল-ইবার*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬; মহীউদ্দীন আন্-নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮; আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল জিনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০; আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্ শাফ'ঈয়্যাহ্*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩; ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৪৫; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭০; ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *লিসানুল মিযান*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০০; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭; আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন*, পৃ. ৩০; ইব্ন তাগরী বারদী, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৩৮৫; ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৪০; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৩০৭; উমার রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০; আর.এ নিকলসন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩২৪-৩২৫।

[৩৭] খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১।

[৩৮] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৭০।

[৩৯] *তাজ উদ্দীন আস্-সুবকী*, *তাবাকাতুশ শাফ'ঈয়্যাহ্*, তাহকীক: ড. মাহমূদ মুহাম্মদ আত্-তানহী ও ড. আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ আল-হালাভী, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১২৩।

[৪০] শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দিহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্*, ১ম খণ্ড (লাহোরঃ কাওমী কুতুবখানা, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ৪৪২; মুফতী মুহাম্মদ শফী, *খতমে নবুওয়্যাত* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৬৪-৬৫।

[৪১] মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, *তারীখুর রুসূল ওয়াল-মুলূক*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, তা.বি), পৃ. ১৮৪।

[৪২] ড. মো. আজিজুল হক, *মুসলিম ইতিহাসচর্চার ক্রমবিকাশ* (রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসাচ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৬৩।

[৪৩] তাঁর নাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ই'য়াকূব আল-ওয়াররাক আল-বাগাদী আন-নাদীম আবুল ফারাজ। তিনি ৩২০ হিজরী মোতাবেক ৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন গ্রন্থ বিক্রেতা এবং ক্যালিওগ্রাফার। তিনি বাগদাদে বাস করতেন। মাঝে মাঝে তিনি মসূলের একটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। ৬ বছর বয়স থেকে তিনি মাদরাসায় পড়াশোনা করেন এবং ইসলামিক স্টাডিজ, ইতিহাস, ভূগোল, তুলনামূলক ধর্ম, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কুরআনের ভাষ্য বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহের জন্য বসরা ও কূফায় বুদ্ধিজীবী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ৩৮৫ হিজরী মোতাবেক ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফতকালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। দ্র. ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ১৭; হাজী খলীফাহ্, *কাশফুয্-যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০৩; আল-বাগদাদী, *হাদিয়াতুল আরেফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫; আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৩; উমার রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪১।

[৪৪] ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল, *মুসলিম ইতিহাস চর্চা*, পৃ. ১০৫।

[৪৫] তাঁর নাম আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী আল-মাস'উদী আবুল হাসান। তিনি ছিলেন একজন মুসলিম পরিব্রাজক, ইতিহাসবিদ এবং ভূগোলবিদ। তাঁর নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান ছিল না, তিনি তাঁর জীভনের শেষের দিনগুলি সিরিয়া মিসরে কাটান। এখানেই তিনি তাঁর সুমহান ঐতিহাসিক রচনাবলী সংকলন করেন এবং 'মুরূজুয্-যাহাব' তারই একটি সংক্ষিপ্তসার। আল-মাস'উদী তার ঐতিহাসিক 'ভূগোল বিশ্বকোষ'-এ তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন। পৃথিবীর আকার, আয়তন, গতি ও প্রধান প্রধান বিভাগগুলোর বিবরণ দেন। ভারত মহাসাগর, পারস্য সাগর, আরব সাগরের ঝড়ের অবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।
দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ১৫৪; ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৯০-৯৪; আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭; ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *লিসানুল মীযান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪-২২৫; ইব্ন তাগরী বারদী, *আন্-নুজূমুয্ যাহিরাহ্*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫-৩১৬; আল-বাগদাদী, *ইযাহুল মাকনুন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮, ৭১৮; আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০; উমার রিযা কাহ্হলা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪; আর.এ নিকলসন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৩২৬।

[৪৬] T.J De Boer, *The History of Philosoply in Islam* (New Delhi: Cosmo Publication, 1st published, 1903), p. 69.

[৪৭] খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০।

[৪৮] আর.এ নিকলসন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৩২৭।

[৪৯] *তদেব*।

[৫০] আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন সাবিত ইব্ন আহমদ ইব্ন মাহদী ইব্ন সাবিত আল-বাগদাদী আবূ বকর। তিনি 'আল-খতীব আল-বাগদাদী' নামে পরিচিত ছিলেন। খতীব আল-বাগাদাদী (র) ছিলেন একজন ভাল মুহাদ্দিস, ফকীহ্, কারী, বাগ্মী, ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি আব্বাসী খেলাফতকালে ৩৯২ হিজরী মোতাবেক ১০০২ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বাগদাদ শহরের দারযিজান স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি বসরা, কূফা, রায়, নায়শাপূর, দিমাশক, মক্কা ও মদীনাসহ বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করেন। তিনি বাগদাদের আল-মনসূরের গ্রেট মসজিদ এবং দিমাশকের উমাইয়্যা মসজিদে হাদীস শিক্ষা প্রদান করেন। খতীব আল-বাগদাদীর লিখিত গ্রন্থ হলো ৫৬টি। ইব্ন খাল্লিকানের মতে, তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা হলো ৬০টি। ইতিহাসবিদ আয্-যাহাবীর মতে, 'খতীব আল-বাগদাদী'র রচিত গ্রন্থ সংখ্যা হলো ৫৬। এ মাহন ব্যক্তি ৪৬৩ হিজরী মোতাবেক ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তাকে বাগদাদে দাফন করা হয়।
দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ২৭০; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতু হুফ্ফায*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৩৫; আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্-শাফিয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্ত*, পৃ. ১৮১; অঅস্-সাম'আনী, *আল-আনসাব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫১; ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত্-তারীখ*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৮; ইব্ন তাগরি বিরদী, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১১; ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১০১; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫; ইব্ন খাল্লিকান, *ওফায়াতুল-আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২; আল-বাগদাদী, *ইযাহুল মাকনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০; আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল আরেফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯; *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৪৩৪; *মু'জামুল-উদাবা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩; আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল-জিনান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৭৬; উমার রিযা কাহ্হালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৭; খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১।

[৫১] *পূর্বোক্ত*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

[৫২] আলী ইবনুল হাসান ইব্ন হিবাতুল্লাহ ইব্ন আবদিল্লাহ ইবনুল হুসায়ন আদ্-দিমাশকী আশ্-শাফি'ঈ আবুল কাসিম। তিনি 'ইব্ন আসাকির' নামে অধিক পরিচিত। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, হাফিয, ফকীহ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি ৪৯৯ হিজরীর মুহররম মুতাবিক ১১০৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সুন্নী ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি দিমাশকে জন্মগ্রহণ ও ইন্তিকাল করেন। তাঁর পিতা হিবাতুল্লাহ্ একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তিনি পিতা, মাতা, ভাইয়ে নিকট ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এরপর ইরাক, মক্কা, মদীনা, কূফা, ইস্পাহান, মারভ, নায়সাপূর, হিরাত, তূস, রায়, যানজানসহ বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করে সেখানকার প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে তিনি দিমাশকের 'আল-মাদ্‌রাসাতুন্-নূরিয়্যাহ্'র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ইন্তিকাল পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিলেন। তার ছাত্রগণও শিক্ষাদানে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।
দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা*, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৩৫১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতু হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮২; তাজুদ্দীন আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্-শাফিয়্যাহ*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭০; ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৪০; ইব্ন তাগরী বারদী, *আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৭; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৭; আল-বাগদাদী, *ইযাহুল মাকনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪; ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল-উদাবা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৭৩; আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল-জিনান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯; ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩; উমার রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৭; খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১।

[৫৩] ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল, *মুসলিম ইতিহাস চর্চা*, পৃ. ৭৮।

[৫৪] ইবনুল জাওযীর প্রকৃত নাম আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইব্ন আবুল ফারাজ ইবান আল-জাওযী। তিনি একাধারে বাগদাদের একজন খ্যাতনামা মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খলীফা আল-মুনতাযহির-এর খিলাফতকালে (৪৮৭-৫১২ হি.) বাগদাদের 'দারবে হাবীব' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং খলীফা আন্-নাসির (৫৭৫-৬২২ হি.)-এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। তিন বছর বয়সে ইবনুল জাওযী (র) পিতৃহারা হন। পিতার ইন্তিকালের পর তাঁর মাতাও তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। এরপর চাচি তাঁকে প্রতিপালন করেন। লেখাপড়ার বয়সে উপনিত হলে হাফিয আবুল ফদল ইব্ন নাসির তার

লালন-পালন ও শিক্ষাদানের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনে ছিল তাঁর অদম্য স্পৃহা। তিনি নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে জ্ঞান-অর্জনে তুষ্ট থাকতেন না বরং নানামুখী জ্ঞান অন্বেষণে সার্বক্ষণিক ব্যাস্ত থাকতেন। প্রতিটি বিষয়ের শেষ পর্যন্ত পৌঁছতেন সাধারণত কোনো মানুষ এক বিষয়ে পারদর্শী হলে অন্য বিষয়ে তাঁর দুর্বলতা থেকে যায় কিন্তু ইবনুল জাওযী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ২৫০টি গ্রন্থ রচনা করেন।

দ্র. ইবনুল জাওযী, *মির'আতুয্-যামান*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৫২ খ্রি.), পৃ. ৩১০; ইব্‌ন রজব, *যায়লি আলা তাবাকাতিল হানাবালাহ্*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩৬, পৃ. ৩৯৯; শামসুদ্দীন আয্-যাহবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪২; শামসুদ্দীন আয্-যাহবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬; ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযরাতুয্-যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২; শামসুদ্দীন আদ্-দাউদী, *তাবাকাতুল মাফাসসিরীন*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ২৭৫-২৭৬; ইবন তাগরী বারদী, *আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ্*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

৫৫ ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১।

৫৬ ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফ্‌য়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৪২।

৫৭ ইবনুল ইমাদ, *শাযরাতুয-যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

৫৮ *আল-মুনতাযাম*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৫।

৫৯ ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮; *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫০-১৮৫১।

৬০ *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০।

৬১ ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহয়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮।

৬২ *তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০।

৬৩ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

৬৪ *তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০।

৬৫ *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী* পৃ. ১৮৩।

৬৬ তাঁর নাম আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল করীম ইব্‌ন আব্দিল ওয়াহিদ আল-জাযারী আশ্-শায়বানী আল-মাওসিলী আবুল হাসান ইয্‌যুদ্দীন। তিনি 'ইব্‌নুল আছীর' নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন আরব বা কুর্দি বংশোদ্ভূত ইতিহাসবিদ ও জীবনী লেখক। তিনি আরবী ভাষায় লেখালেখি করেছেন। আলী ইব্‌ন আছীর উচ্চ মেসোপটেমিয়ার প্রভাবশালী আরব গোত্র বনূ বকরের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি মাওসিলে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজসমূহ সম্পাদন করেন। তিনি প্রায়ই বাগনান যেতেন। সিরিয়ায় আলী ইব্‌ন আমির সালাহ উদ্দীনের সেনাবাহিনীর সাথে কিছু সময় এগিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি আলেপ্পো ও দিমাশকে বসবাস করেছেন।

দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ২২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; তাজ উদ্দীন আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্-শাফিয়্যাহ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯; আব্দুল করীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আস্-সাম'আনী, *আল-আনসাব*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৫৫-৫৬; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকাইস, *মু'জামুল-মাতবু'আতুল আরবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬; ইসমা'ঈল বাশা আল-বাগদাদী, *হাদীয়াতুল-আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০৬; খায়রুদ্দীন যিরাকলী, *আল-আলাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

৬৭ ইবনুল আছীর আল-জাযারী, *আল-কামিল ফিত্-তারীখ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৪।

৬৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

৬৯ ড. ওমার ফাররুখ, *তারীখুল আদাবিল-আরাবী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ইলম লিল মালাইন, তা. বি.), পৃ. ৫১১।

৭০ ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওফায়াতুল-আইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬।

৭১ আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল-জিনান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৬।

৭২ আর.এ নিকলসন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৩২৭।

৭৩ তাঁর নাম আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন খাল্লিকান আল-বারমাকী আল-ইরবিলী আশ্-শাফি'ঈ শামসুদ্দীন আবুল আব্বাস। তিনি ১১ রাবিউস সানী ৬০৮ মোতাবেক ২২ সেপ্টেম্বর ১২১১ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের ইরবিলে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইরবিল, মসূল, আলেপ্পো এবং দিমাশক পড়াশোনা ও ভ্রমণ করেন। তিনি ইব্‌ন আল-আথিরসহ বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ঐতিহাসিকের সাথে পরিচিত হন এবং মিসরের প্রধান বিচারকের ডেপুটি হিসাবে বেশ কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১২৫২ সালে বিয়ে করেন। ১২৬১ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মিসরের প্রধান বিচারকের সহকারী ছিলেন। ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে মামলূক সুলতান বেবারস ইব্‌ন খাল্লিকানকে দিমাশকের প্রধান বিচারক নিযুক্ত হন। এরপর তাকে দিমাশকের প্রধান বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১২৭১ সালে তিনি বরখাস্ত হন। তিনি কায়রোতে শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি মিসরে ফিরে আসেন এবং ১২৭৮ সালে পুনরায় দিমাশকে বিচারক নিযুক্ত। ১২৮১ সালে তিনি তার পদ থেকে অবসর নেন। তার রাজনৈতিক উত্থান-পতন সত্ত্বেও, ইব্‌ন খাল্লিকান আইন সম্পর্কে জ্ঞানী একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখায় তিনি তীক্ষ্ণ মন এবং চরিত্রের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ প্রদর্শন করেছেন। একজন বন্ধুত্বপূর্ণ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে, তিনি ইসলামের ইতিহাসে সুপরিচিত ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত ছিলেন। ১২৮২ সালের ৩০ অক্টোবরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ইব্‌ন তারগী বারদী, *আন্-নুযূমুয্-যাহিরাহ*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; ইব্‌ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০১; আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্ শাফি'ঈয়াহ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪; আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল জিনান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৩; হাজী খলীফাহ, *কাশফুয্-যনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১৭; তাশ কুবরা, *মিফতাহুস্ সা'আদাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮; উমার রিযা কাহ্‌হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭।

৭৪ খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০।

৭৫ ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল, *মুসলিম ইতিহাস চর্চা*, পৃ. ৭৮।